সহধর্মিণীদের প্রতি জমিদার নীলাম্বরের ভালোবাসার স্মারক

খানাকুলের ছয় শিবমন্দির

অভিজিৎ মুখার্জী, খানাকুল

হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বহু প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্যের নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যাদের অনেকগুলিরই ঐতিহাসিক মূল্য কোন অংশে কম নয়। পুরাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও কোনটি আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত স্থাপত্যগুলি গড়ে ওঠার পিছনে কোন না কোন কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। কোথাও দেখা গেছে রাজা বা জমিদারের সৌন্দর্যপিপাসু মনের বহিঃপ্রকাশ থেকে সেগুলি গড়ে উঠেছে। আবার কোথাও শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ওই সমস্ত স্থাপত্যগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এমন নিদর্শনও রয়েছে যেগুলির পিছনে রয়েছে কোনও ভালোবাসার কাহিনী। এমনই একটি নিদর্শন চোখে পড়ে হুগলির খানাকুলের রাধানগর গ্রামে। স্থানীয় খানাকুল কৃষ্ণনগর জ্ঞানদা ইনস্টিটিউশন থেকে রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে শ্মশান পেরিয়ে রাস্তার ডানদিকে কানা দ্বারকেশ্বর নদের পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছয়টি শিবমন্দির। রাধানগর গ্রামের খ্যাতি সারা বিশ্বজুড়ে। মূলত রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান হিসাবেই এটি মানুষ চেনেন। কিন্তু এর বাইরেও ওই ছয় মন্দিরকে কেন্দ্র করে রয়েছে এক জমিদারের ভালোবাসার কাহিনী। সময়টা ১১৯৬ বঙ্গাব্দ। তখন খানাকুলের কোটরা গ্রামে এক ছোট জমিদার ছিলেন। তাঁর নাম নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমান রাজার অধীনে তিনি ওই জমিদারি চালাতেন। রাধানগর গ্রামের প্রবীন বাসিন্দা বাসুদেব বসু বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁর বয়স এখন ৭৬ বছর। তিনি জানালেন, এলাকার মানুষদের কাছ থেকে খুব ছোটবেলা থেকেই ওই ছয় শিবমন্দিরের কাহিনী তিনি শুনে আসছেন। তিনি জানান, জমিদার নীলাম্বরের সাতজন সহধর্মিণী ছিলেন। প্রথম সহধর্মিণীর জন্য তিনি কোটরা গ্রামের বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে একটি শিবমন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন সকালে স্নান করে প্রথম সহধর্মিণী পুকুর থেকে জল নিয়ে ওই মন্দিরের মধ্যে থাকা শিবলিঙ্গে জল দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও ছয়টি বিয়ে করেন। সেই ছয় সহধর্মিণীর জন্য রাধানগর গ্রামে কানা দ্বারকেশ্বরের পাড়ে পাশাপাশি ওই ছয়টি শিবমন্দির তৈরি করেন। প্রতিটি মন্দিরের মধ্যেই ছিল একটি করে শিবলিঙ্গ। প্রতিটি শিবমন্দিরের নীচের দিকে একই সরলরেখায় একটি করে ছিদ্র আছে। ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সমস্ত শিবলিঙ্গগুলি দেখা যেত। যদিও বর্তমানে কয়েকটি শিবলিঙ্গ চুরি হয়ে গেছে। দু-একটি ভেঙে নষ্টও হয়ে গেছে। মাঝের দিকের একটি মন্দিরের গায়ে স্থাপনকাল হিসাবে লেখা আছে ১১৯৬ বঙ্গাব্দ। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, জমিদার নীলাম্বর তাঁর সহধর্মিণীদের খুব ভালো বাসতেন। তাই প্রত্যেকে যাতে নিজ নিজ মন্দিরে জল দিতে পারেন তাই তিনি ওই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। শোনা যায় ওই সহধর্মিণীদের নিজেদের মধ্যেও খুব ভালোবাসা ছিল। যা দেখে এলাকার মানুষ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। জমিদার নীলাম্বরও নিজের সহধর্মিণীদের এই সৎগুণের পরিচায়ক হিসাবে মন্দিরগুলি গড়ে দিয়েছিলেন। বাসুদেববাবু জানালেন, বর্তমানে ওই জমিদার বাড়ি আর নেই। বাড়ির পাশে প্রথম সহধর্মিণীর জন্য তৈরি করা মন্দিরটিও নষ্ট হয়ে গেছে। ওই সমস্ত এলাকা এখন জঙ্গলে ভরে উঠেছে। জমিদার নীলাম্বরের মৃত্যুর পরেও তাঁর বিধবা সহধর্মিণীরা ওই মন্দিরে জল দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কি হয়েছিল আর তা কেউ জানেন না। কারণ ওই এলাকায় সাধারণ মানুষের বসবাস খুবই কম ছিল। তাছাড়া ম্যালেরিয়া ও বন্যার প্রকোপের জন্য পরে অনেকেই ওই এলাকা ছেড়ে চলে যান।

তাই জমিদার নীলাম্বরের বংশধরদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে ওই ৬ মন্দির এখনও নীলাম্বরের ভালোবাসার স্মৃতি বহন করে চলেছে। এলাকার মানুষের বক্তব্য, যদি ওইগুলি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে হয়তো জমিদার নীলাম্বরের এই ভালোবাসার কাহিনী আগামী দিনেও বেঁচে থাকবে।

আরামবাগ মহকুমায় বাজ পড়ে মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বাজে পড়ে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। মৃতরা হলেন সুজিৎ সরকার (৪৫), কালীপদ প্রামাণিক (৪৭) ও স্বপন নন্দী (৫০)। সুজিতের বাড়ি হুগলির খানাকুলের রাধাবল্লভপুর হাটতলা এলাকায়। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে নিজের জমিতে চাষ করছিলেন তিনি। হঠাৎই বৃষ্টি আসায় নিজেকে বাঁচাতে মাঠের পাশে একটি অশ্বত্থ গাছের নিচে আশ্রয় নেন তিনি। এই সময় গাছটির উপর বাজ পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর হয় তাঁর। যদিও মৃতের শরীরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার কোনও চিহ্ন না থাকায় বাজের আওয়াজে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকাবাসীর দাবি। ঘটনার খবর পেয়ে খানাকুল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর দুই ছেলে আছে। অন্যদিকে স্বপন নন্দীর বাড়ি আরামবাগ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের নওপাড়ায়। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া তাঁর এক ছেলে ও চার মেয়ে আছে। তিনি পেশায় দিনমজুর। এদিন সকালে তিনিও মাঠে ধান নিড়াচ্ছিলেন। তখনই জোরে বৃষ্টি শুরু হয়। সঙ্গে ঘন ঘন বাজ পড়তে থাকে। একটি বাজ তাঁর খুব কাছেই পড়লে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। অন্যদিকে খানাকুলের চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা কালীপদবাবুও মাঠে কাজ করছিলেন। তখন বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভদ্রেশ্বরে দোকানে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ সোমবার প্রায় রাত ১০টা নাগাদ হুগলির ভদ্রেশ্বর দিল্লি রোডের ধোবাপুকুরে একটি আসবাবপত্রের দোকানে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে আশেপাশের বাড়ির লোকজন ও অন্য দোকানদাররা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও কাজ না হওয়ায় ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানি দমকলকে খবর দেওয়া হয়। এরপর দমকলের দুটি গাড়ি ও দমকলবাহিনী এসে আগুন আয়ত্ত্বে আনে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে দমকলের এক অফিসার জানান, দোকানের বেশ কিছু পুরানো কাঠে আগুন লেগে যায়। তবে এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, দমকলের কর্মীরা তাড়াতাড়ি না পৌঁছালে দোকানের সমস্ত জিনিস পুড়ে যেত।

কাজি নজরুলের তিরোধান দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার হুগলির চন্দননগরের ঝাউবাগানে পালিত হল কাজি নজরুল ইসলামের ৪১তম তিরোধান দিবস। এই উপলক্ষ্যে চন্দননগর পৌরনিগমের ঝাউবাগানে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে কাজি নজরুল ইসলামের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করেন চন্দননগর পৌর নিগমের মহানাগরিক রাম চক্রবর্তী। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজি নজরুল ইসলামের মূর্তি প্রতিষ্ঠাতা সেখ সাবির ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। পরে কাজি নজরুল ইসলামের স্মরণে বিশেষ অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। এদিন পথচলতি মানুষের মাল্যদান ছিল চোখে পড়ার মতো।

গোঘাটে মহাসমারোহে রাধাষ্টমী

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মঙ্গলবার ছিল রাধাষ্টমী। এই উপলক্ষ্যে মহাসমারোহে সারা দেশ জুড়ে দিনটি পালন করা হয়। এই দিনটিতে বৃন্দাবনের বরসুনায় জন্মগ্রহণ করেন শ্রীরাধা। রাধার এই জন্মদিন সারা দেশে রাধাষ্টমী হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। হুগলির গোঘাট থানার কামারপুকুর হাটতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সময় থেকেই পুজোপাঠ ও নামসংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। শোনা যায়, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার ওই আসরে উপস্থিত থেকেছেন। বর্তমানে যে তুলসি মঞ্চটি ঘিরে নাম গান ও পুজোপাঠ হয় আগে সেটি ছিল মাটির। বর্তমানে সেটিকে ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও গোঘাটের হাটতলা, বদনগঞ্জের কয়াপাট বাজার, হাজিপুরের গোঁসাই বাজার, বালি দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে রাধার জন্মদিন পালিত হয়ে আসছে। রাধাষ্টমীতে উপস্থিত ভক্তরা চিঁড়েভোগের ব্যবস্থা করেন। এইদিন কোথাও কোনও রান্না ভোগ হয় না।

বৃন্দাবনের নিয়ম মেনে সমস্ত জায়গাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন কর হয়।

সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা, জখম তৃণমূল ছাত্রনেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা থেকে ফেরার পথে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন শাখার লিলুয়া ও বালি স্টেশনের মাঝে সিগন্যাল পোস্টে ধাক্কা লেগে গুরুতর জখম হলেন এক তৃণমূল ছাত্রনেতা। ওই ছাত্র নেতার নাম সেখ রিয়াজ। বাড়ি হুগলির পাণ্ডুয়া এলাকায়। জানা গেছে, তাঁর ডান হাতে গুরুতর চোট লেগেছে। স্থানীয় মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতানে ভর্তি করেন।

খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার। তিনি ওই ছাত্র নেতা শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেন। এছাড়াও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাঁর যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

জঞ্জালের মধ্যে সদ্যজাত শিশু উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ সোমবার রাতে হুগলির শ্রীরামপুর থানার রিষড়া নয়াবস্তি এলাকার একটি পুকুরের ধারে জঞ্জালের মধ্যে থেকে একটি সদ্যজাত শিশু উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জঞ্জালের মধ্যে শিশুটি প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় পড়েছিল। রাত সাড়ে ১০টার সময় এলাকারই কিছু যুবক ওই পুকুরের পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই কান্নার আওয়াজ শুনে দেখেন একটি প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় এক সদ্যজাত শিশুপুত্রকে কে বা কারা ফেলে দিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই যুবকের দল স্থানীয় এক মহিলাকে ডেকে নিয়ে আসেন। তারপর ওই মহিলা ও যুবকের দল সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে শ্রীরামপুর ওয়ালস্ হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে শিশুটির চিকিৎসা চলছে। স্থানীয় যুবকের দল শ্রীরামপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পাণ্ডুয়ায় ইদুজ্জোহা নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ মঙ্গলবার সকালে হুগলির পাণ্ডুয়ার থানার উদ্যোগে পাণ্ডুয়া বিডিও অফিসে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইদুজ্জোহা উপলক্ষ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডুয়ার বিডিও, হুগলি জেলা পুলিশ প্রশাসনের ডি এস পি, ডি এন টি, পাণ্ডুয়ার সি আই, ওসি প্রমুখ। এছাড়াও এই বৈঠকে তৃণমূল, বিজেপি, বামফ্রন্টের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ। এই বৈঠকে উপস্থিত প্রত্যেকেই ইদুজ্জোহা উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার আবেদন জানান। এপ্রসঙ্গে তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সঞ্জয় ঘোষ জানান, ইদুজ্জোহা উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় বৈঠকে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাজারে আবর্জনার স্তূপ, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী-ক্রেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ, বাজারে ঝাঁট পড়ে না। ফলে জঞ্জালের স্তূপ বেড়েই চলেছে। নষ্ট হচ্ছে এলাকার পরিবেশ। ঘটনাটি হুগলির তারকেশ্বরে থানার চাঁপাডাঙ্গা মাছের বাজারে। অভিযোগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল রেগুলেটেড মার্কেট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে এই বাজার পরিচালিত হয়। কিন্তু তার জন্য যে পরিষেবা দিতে হয় সে সব কিছুই হচ্ছে না। ফলে এলাকার ব্যবসাদারেরা তীব্র ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি, আমরা প্রত্যেকদিন কর দিচ্ছি। কিন্তু কোনও পরিষেবা পাচ্ছি না। ক্রেতাদেরকে নাকে রুমাল দিয়ে বাজার করতে হয়। মাসের পর মাস ময়লা স্তূপ হয়ে পচা গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাজারের মধ্যে একমাত্র বাথরুমটিও ব্যবহারের অযোগ্য। স্থানীয় পঞ্চায়েতের দাবি, মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু এটা তাদের দায়িত্ব নয়। যারা টাকা নিচ্ছে তারা কিছুই করছে না। এলাকার বিরোধীদের দাবি, বাজারটি ধুমধাম করে উদ্বোধন হয় ঠিকই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আর কোনও পরিষেবা মেলেনি। পাশাপাশি এলাকার মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। শাসক দল বা বাজার কমিটির এব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নেই। এভাবে চলতে থাকলে ব্যবসাদার থেকে শুরু করে খরিদ্দার সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

MOL Darin — Your new horizon of investment | LFS | The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL,Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography
2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়,
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017